দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... MAY 9. 1999 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

41

প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল ও চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটি পাঠ করিলে মনে হয় এই ক্ষেত্রে অনিয়মই যেন নিয়ম।

মেডিক্যাল শিক্ষা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। মানুষের জীবন নিয়া ইহার কারবার। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার ক্ষেত্রে তাই কতিপয় নিয়ম পালন করা বাধ্যতামূলক। ইহার মধ্যে কলেজের নিজস্ব ভবন, কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক, বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ডাক্তার, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী, শিক্ষা উপকরণ ও উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী প্রভৃতি অন্যতম। ইহাছাড়া মেডিক্যাল কলেজ সরকারী অনুমোদন লাভ করা সঙ্গত নয়। ১৯৯৩ সালে প্রণীত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী কলেজের কার্যক্রম শুরু করার আগে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করা নিয়ম। সাধারণতঃ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য সর্বনিম্ন তেরশত নম্বর প্রয়োজন হয়। ইহার কমে ভর্তি করা হয় না। কিন্তু প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায় যে, ওই ক্ষেত্রেও চরম অনিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সর্বনিম্ন নম্বর হইতে অনেক কম নম্বরপ্রাপ্তদেরও ভর্তি হইতে কোন অসুবিধা হইতেছে না। টাকা হইলেই হইল। খবর অনুযায়ী কোন কোন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ হইতে এককালীন তিন হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করিতেছে। ইহাতেও হয়তো আপত্তি ছিল না। যদি পড়াশুনার মান সন্তোষজনক বা উন্নত হইত। কিন্তু পড়াশুনার মান কতটা উন্নত একটি দৃষ্টান্তই তাহা বোঝার জন্য যথেষ্ট। গত বৎসর ফেনী মেডিক্যাল কলেজ হইতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়। পাস করে মাত্র একজন। তাহাও কোনমতে। পাসের এই চরম নিম্নহারের মূল কারণ অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং অনিয়মিত ক্লাস গ্রহণসহ নানা কিছু। অন্যান্য প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের বেশীর ভাগের অবস্থাও অভিন্ন। অনেকটা ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দারের মত। এইখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এইভাবে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিয়া কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগও অনুপস্থিত নয়।

কেবলমাত্র হাল আমলেই সরকারী নীতিমালা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হইতেছে তাহা নয়। বিগত আমলেও স্থাপিত হইয়াছে। সেই আমলে নীতিমালা ভঙ্গ করিয়া বিভিন্ন কৌশলে অন্ততঃ চারটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়। মেডিক্যাল শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পরবর্তীকালে ইহা বন্ধ করা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে তাহা বন্ধ করা হয় নাই। শুধু তাহা নয়। এই চরম অনিয়মের পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীন। এখনও এই ঔদাসীন্য কিছুমাত্র দূরীভূত হয় নাই। পরিণামে একদিকে ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যদিকে তাহাদের অভিভাবকরা দারুণভাবে প্রতারিত হইতেছে। চিকিৎসকের নামে এমন একটি শ্রেণী তৈরী হইতেছে যাহাদের কাছ হইতে জাতি সুষ্ঠু চিকিৎসাসেবা প্রত্যাশা করিতে পারে না।

ইহার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। কমিশনের দায়িত্ব হইবে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা পালন করা হইতেছে কিনা তাহা দেখা। নিজস্ব ভবন নাই, হাসপাতাল নাই, উপকরণ নাই, অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ নাই, নিয়মমত পড়াশুনার বালাই নাই– আছে শুধু লুটেরা মনোভাব, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের নামে তেমন কোন কলেজ স্থাপন করিতে দেওয়া যায় না। তাই কমিশনের মাধ্যমে তদন্ত করিয়া প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। নীতিমালা পালিত হইতেছে কি-না তাহা দেখার দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের। এই ব্যাপারে যে কোন ধরনের ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হইলে নীতিমালা তৈরীর কোন অর্থ থাকে না। ■